দুটি আসনের অতিগুরত্বপূর্ণ ২৭টি সেন্টার, নির্বাচন সুষ্ঠ হওয়ার প্রত্যাশা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা প্রশাসন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকের সঙ্গে মতবিনিময় কালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের দুটি আসনে ২১৩টি কেন্দ্র ও ২টি পোস্টাল ভোট কেন্দ্রসহ ২১৫টি ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। প্রার্থী ও সকলের সহযোগীতায় এ জেলায় সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন পর্যন্ত ভোটের আগে যেধরণের অপরাধ ও আশঙ্কা থাকে সেগুলো কিছুই দেখা যায়নি। তাই আমরা মনে করি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে আমরা ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে পারবো।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সেনাবাহিনী লে. কর্ণেল হাসান মাহমুদ সৌরভ, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক।

সভাপতির বক্তব্যে রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় নির্বাচনী নিরাপত্তায় বিজিবির ৯টি প্লাটুন, র্যাবের ৪টি প্লাটুন, ২৫০ জন সেনাসদস্য মোতায়েন থাকবে। এছাড়া ২৫টি মোবাইল টিম, ১০টি স্ট্রাইকিং ফোর্স ও হেল্পলাইন ৯৯৯ সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকবে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োজিত থাকবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় বলেন, আমরা অতিগুরত্বপূর্ণ (ঝুকিপূর্ণ) হিসেবে দুটি আসনে ২৭টি সেন্টারকে চিহিৃত করেছি। এই

২৭টি সেন্টারে বডি অন ক্যামেরাসহ পুলিশ কর্মকর্তা থাকবে। এছাড়া সকল সেন্টারে যাতে সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয় সেভাবে আমরা সজাগ আছি।

এদিকে, সকাল থেকে বিভিন্ন সেন্টারে ব্যালটবাক্স, অমোচনী কালীসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম সরবরাহ শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মধ্যরাতে বাসা থেকে সাংবাদিককে তুলে নিল ডিবি

মধ্যরাতে ডিবি পরিচয়ে ভোরের কাগজের অনলাইন সম্পাদক মিজানুর রহমান সোহেলকে বাসা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের।

তিনি বলেন, বুধবার মধ্যরাতে গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্য পরিচয় দিয়ে একদল ব্যক্তি দৈনিক ভোরের কাগজ-এর অনলাইন সম্পাদক মিজানুর রহমান সোহেলকে বাড্ডার বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনার সত্যতা জানতে কিছুক্ষণ আগে আমি ডিবি প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলামের সাথে কথা বলেছি।

তিনি সত্যতা স্বীকার করে জানালেন, তাঁদের এখানেই আনা হয়েছে। কেন রাত ১২টার পর একজন গণমাধ্যমকর্মীকে বাসা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে সেটা জানতে চাইলে তিনি বললেন— সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে মিজানুর রহমান সোহেলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডিবি কার্যালয় আনা হয়েছে।

জুলকারনাইন সায়ের জানান, মিজানুর রহমানকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় আশরাফুল নামের জনৈক পুলিশ সদস্য সোহেলের স্ত্রীকে জানান ‘ডিবি প্রধান তার সাথে কথা বলতে চান, কথা শেষ হলে তাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হবে’। তবে রাত ১২টার পর কেন ডিবি প্রধান একজন সাংবাদিককে তাঁর বাসা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কথা বলতে আগ্রহী সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া গেছে।

বিশেষ একটি সিন্ডিকেটের প্ররোচনায় সাধারণ স্মার্টফোন বিক্রয়কারীদের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে, তাদের ব্যবসা হারানোর আশঙ্কাকে আমলে না নিয়ে এনইআইআর শুরু করতে যাচ্ছিল নেদারল্যান্ডের নাগরিক এবং বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়ব।

ফেসবুক পোস্টে তিনি আরো লিখেছেন, সাধারণ ব্যবসায়ীরা তাদের দাবি দাওয়াতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং জনমত গঠনে আগামীকাল বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজনে একজন গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছিলেন দৈনিক ভোরের কাগজের অনলাইন এডিটর মিজানুর রহমান সোহেল। এই সংবাদ সম্মেলন বানচাল করতে এবং ব্যবসায়ীদের ভয় দেখাতে, ফয়েজ তৈয়ব এর ইশারায় এমনটা করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন আয়োজকরা।

সায়ের লিখেছেন, পুলিশকে ব্যবহার করে এভাবে মধ্যরাতে একজন সাংবাদিককে হেনস্থার নিন্দা জানাই। ফয়েজ যদি আসলেও এই ঘটনার পেছনে কলকাঠি নেড়ে থাকে তাহলে সকল গণমাধ্যমকর্মীর বিবেচনা করা উচিত, তারা এই বিদেশী বিশেষ সহকারীর কার্যক্রম তার বাকী দিনগুলোতে কভার করবে কিনা।

এদিকে, মিজানুর রহমান সোহেলকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার স্ত্রী সুমাইয়া সীমার জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার (১৯ নভেম্বর) সকাল সোয়া ১০টার দিকে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর ডিবির প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম।

সূত্র: কালের কন্ঠ।

নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে চুয়াডাঙ্গার গণমাধ্যমকর্মীদের

মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এর সাথে জেলার গণমাধ্যমকর্মীদের মতবিনিময় ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতে জেলার গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে পরিচিতি হোন নবাগত জেলা প্রশাসক। এরপর জেলা সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন নবাগত জেলা প্রশাসকের কাছে গণমাধ্যম কর্মীরা।

এসময় গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন, দৈনিক পঞ্চিমাঞ্চলের সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক আজাদ মালিতা, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও কালের কণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি অ্যাড. মানিক আকবর, চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও চ্যানেল আই চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি রাজিব হাসান কচি, দৈনিক সময়ের সমীকরণের প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন, জিটিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি রিফাত রহমান, চ্যানেল-২৪ টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি রেজাউল করিম লিটন, বাংলা টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মামুন মোল্লা, এস এ টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি বিপুল আশরাফ, ডিবিসি টেলিভিশনের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি কামরুজ্জামান সেলিম, প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সনি, এন টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম, দৈনিক সংগ্রামের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি এফ.এ আলগীর, দৈনিক শেয়ারবিজ পত্রিকার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মফিজুর রহমান জোয়ার্দ্দার, চুয়াডাঙ্গা স্থানীয় দৈনিক সময়ের সমীকরণ নিজস্ব প্রতিবেদক ও আজকের পত্রিকার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মেহেরাব্বিন সানভি, দৈনিক আকাশ খবরের নিজস্ব প্রতিবেদক শেখ লিটন, এখন টিভি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি অনিক চক্রবর্তী, প্রমুখ।

শেষে নবাগত চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, সবার সহযোগীতা পেলে চুয়াডাঙ্গা নতুন ভাবে গড়া যাবে। চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন যে উন্নয়ন মূলক যে প্রকল্প হয়। ওই প্রকল্প

গুলো যাতে সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন হয় তা নজরদারি করা হবে। স্বচ্ছ থেকে প্রতেকটা কাজ অব্যাহত থাকবে। এই জেলার সব সরকারি দপ্তর যেন ভালোভাবে দূর্নীতি মুক্ত করে সুন্দর ভাবে কাজ করে সে জন্য দেখভাল করা হবে। জেলার সব সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করা হবে। সব কাজে সবার সহযোগীতা চাই। তথ্য আদান প্রদানের জন্য সবাইকে স্বচ্ছ থাকতে হবে। নতুন ভাবে পরিবর্তন করতে হবে সব কিছু। কেউ কোন দপ্তরের কোন কর্মকর্তা যদি অনৈতিক কাজ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমান, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক শারমিন আক্তার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার রেজওয়ানা নাহিদ, সহকারী কমিশনার সাইফুল ইসলাম সাইফ, প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার নবাগত পুলিশ সুপার সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদের মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গার নবাগত পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলার সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় পুলিশ সুপার কার্যালয় মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে নবাগত পুলিশ সুপারের পরিচয় শেষে স্থানীয় বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে মতবিনিময়ে অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও চ্যানেল আই এবং দৈনিক জনকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি রাজীব হাসান কচি, জিটিভি ও দৈনিক বণিক বার্তার জেলা প্রতিনিধি রিফাত রহমান, চ্যানেল ২৪ ও যায়যায়দিন এবং কালবেলার জেলা প্রতিনিধি রেজাউল করিম লিটন, দৈনিক সংগ্রামের জেলা সংবাদদাতা এফ.এ.আলমগীর, দৈনিক আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মেহরাব্বীন সানভি, ৭১ টিভির জেলা প্রতিনিধি এম.এ.মামুন, দেশ টিভির জেলা প্রতিনিধি খাইরুজ্জামান সেতু, দীপ্তি টিভির জেলা

প্রতিনিধি ও দৈনিক আকাশ খবরের সম্পাদক জান্নাতুল আওলিয়া নিশি, ডিবিসি টিভির জেলা প্রতিনিধি কামরুজ্জামান সেলিম, যমুনা টিভির জেলা প্রতিনিধি জিসান আহম্মেদ, এখন টিভি ও দেশরূপান্তরের জেলা প্রতিনিধি অনিক চক্রবর্তী।

জেলা পুলিশে পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, ডিআইও-১ আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান প্রমুখ।

নবাগত পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বলেন, চুয়াডাঙ্গার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা সহনশীল রাখার জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের বিশেষ সহযোগীতা প্রয়োজন। পুলিশের প্রতি আস্থা ফেরানোর জন্য জেলার সকল মানুষের সহযোগীতা চান তিনি।

কোটচাঁদপুরের গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে সাবেক সংসদ সদস্য নেওয়াজ মতবিনিময়

কোটচাঁদপুরের গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন,ঝিনাইদহ - ৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী-যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যঃ নবী নেওয়াজ। আজ শুক্রবার (২৯-০৯-২৩) দুপুরে স্থানীয় পাঠাগারে এ সভা করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,গনমাধ্যমকর্মী অশোক দে,কাজী মৃদুল,নজরুল ইসলাম, কামাল হাওলাদার, সুব্রত কুমার,আব্দুল্লাহ বাশার,মঈন উদ্দিন, রেজাউল ইসলাম।

মতবিনিময় সভায় সংসদ সদস্য তুলে ধরেন, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত উন্নয়নের কিছু চিত্র। যার মধ্যে ছিল,দুই উপজেলায় এলজিইডির অধীনে ১৫২ কিমি হেরিং ভাঙ্গা ও কাঁচা নতুন রাস্তা পিচ করন,১৪৮ কিলোমিটার রাস্তার রক্ষণা-বেক্ষনের কাজ,জেলা পরিষদের

মাধ্যমে মসজিদ, মন্দির, ঈদগাহ ও কবরস্থান সহ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে দেয়া হয়েছিল ৫,২০,০০,০০০/- টাকা অনুদান, আশি কোটি টাকা ব্যয়ে করা হয়েছিল খালিশপুর হতে মহেশপুর-দত্তনগর-জিন্নানগর-সামন্তা- বাঁশবাড়িয়া, যাদবপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তা উন্নয়নের কাজ,স্থাপন করা করেছিলেন ৭৫ টি ব্রীজ ও কালভার্টের কাজ,হয়েছিল,২২ কিলোমিটার এইচ,বি,বি রাস্তা, টিআর ও কাবিখার কাজ করা হয়েছিল ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকার, ১৮৫০টি ঘর,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অফিস- দোকান পাঠ ও রাস্তায় স্ট্রিট লাইটের দেয়া হয়েছিল,পাঁচ বছরে,হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে টিন বিতরন করা হয়েছিল ৪৮০ বানন্ডিল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করেছিলেন ২২টি, ৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন তরুন নির্মান ও মেরামত করা হয়, ১৩ কোটি একুশ লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা ৬টি নতুন কলেজ ভবন,নির্মাণ করা হয়,কোটচাঁদপুর ও মহেশপুরের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন,মুক্তিযোদ্গাদের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল।

তিনি বলেন,আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে আপনাদের কাছে আসতে পারলে দুই উপজেলায়,দুটি মিনি স্টেডিয়াম,মহেশপুরের আজমপুর দো-বিলে মিনি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রস্থাপন,মহেশপুর-কোটচাঁদপুরের মাঝে একটা বিসিক শিল্প নগরী গড়ে তোলা,কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা মত কাজ গুলো অগ্রধিকারের ভিত্তিতে করে যাবো।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, কোটচাঁদপুর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন,উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক মীর মনিরুল আলম,যুগ্ন আহবায়ক আশরাফুল ইসলাম খোকন।